ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক
মাননীয় মন্ত্রী
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
এর জীবন বৃত্তান্ত

ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার মুশুদ্দি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম জালাল উদ্দীন তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি গবেষণা বিভাগে চাকরি করতেন। মাতা রেজিয়া খাতুন সহজ-সরল বাঙালি রমণী।

ড. রাজ্জাক নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে শিক্ষা জীবন শুরু করেন। ১৯৬৫ সালে ধনবাড়ি নওয়াব ইনস্টিটিউট হতে তিনি কৃতিত্বের সাথে এস.এস.সি পাশ করেন। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭১ সালে বি.এস-সি (এ.জি) এবং ১৯৭২ সালে কৃষিতত্ত্বে এম.এস-সি (এ.জি) ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গমণ করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের পারডু বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৮৩ সালে পি-এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

এছাড়াও তিনি যুক্তরাজ্যের ইস্ট এনজেলিয়া ইউনিভারসিটি থেকে ‘ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চ’, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট অভ্ এগ্রিকালচারের অধীনে ‘ইন্টিগ্রেডেড এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট’, জাইকার ব্যবস্থাপনায় জাপানে ‘স্ট্রেটেজিস ফর সাসটেইনেবল এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট’, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় ‘প্রযুক্তি হস্তান্তর’ সহ বেশ কিছু বিষয়ে তিনি উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ড. রাজ্জাক বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত ‘মেথডোলজিক্যাল গাইড লাইন্স ফর ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক বইয়ের রচয়িতাদের একজন। এছাড়াও বিভিন্ন জার্নালে তাঁর ৪৫টিরও অধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন বিদেশি ম্যাগাজিনে তাঁর কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত বেশকিছু ডকুমেন্টের সম্পাদনার দায়িত্বও পালন করেছেন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বি.এ.আর.সি) এ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে ড. মো. আব্দুর রাজ্জাকের কর্মজীবন শুরু। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য হিসেবে তিনি এ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি পান। ২০০১ সালের আগস্ট মাসে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া তিনি কৃষি গবেষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মদিগন্ত সমন্বিত ফার্মিং সিস্টেম গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচির ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর হিসেবেও অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

পেশাগত কাজে তিনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, গিনি, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স, শ্রীলঙ্কা, স্পেন ও কাতারসহ অনেক দেশে সফর করেছেন।

রাজনৈতিক অঙ্গনে তার বিচরণ ষাটের দশকে অর্থাৎ স্কুল জীবন থেকে। ১৯৬৯ খ্রিঃ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্রনেতা হিসেবে তিনি বাঙালির মুক্তির সদন ৬ দফা ও ১১ দফা ভিত্তিক গণ-আন্দোলনে অংশ নেন। এ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি ১৯৭২-১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রথমে সাধারণ সম্ভ্রদক ও পরে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জাতীয় কার্যকরি পরিষদেরও সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭২-৭৩ মেয়াদে তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (বাকসু) এর নির্বাচিত সাধারণ সম্ভ্রদক ছিলেন। অসাধারণ নেতৃত্বগুণ, কর্তব্যপরায়ণতা, নিষ্ঠাগুণে আজ তিনি রাজনৈতিক অঙ্গনে অনেক সফল ব্যক্তিত্ব। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক। ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টাঙ্গাইল মধুপুর আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং জাতীয় সংসদের (কৃষি মন্ত্রণালয় ও অনুমিত হিসাব সংক্রান্ত) দু'টি স্থায়ী কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি সংসদ সদস্য হিসেবে জাতীয় সংসদের বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের সাথে বিভিন্ন দেশ সফর করেন।

ছাত্র জীবন থেকেই ড. রাজ্জাক নিজ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিজকে নিয়োজিত রেখেছেন। ১৯৬৭ সালে নিজ গ্রাম মুশুদ্দিতে প্রগতি সংঘ প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এ ক্লাবের মাধ্যমেই তার নেতৃত্বে ১৯৬৯ সালে মধুপুর-ধনবাড়ি এলাকার প্রথম শ্রেণীর বিদ্যাপীঠ মুশুদ্দি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ধনবাড়িকে একটি পূর্ণাঙ্গ উপজেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা এলাকাবাসীর দীর্ঘ দিনের লালিত স্বাপ্ন ছিলো। আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে ১৯৯৮ সালে ধনবাড়িতে থানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২০০১ সালে উপজেলা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। থানা প্রতিষ্ঠায় ড. রাজ্জাক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তার প্রচেষ্টায়ই মুশুদ্দি ইউনিয়ন গোপালপুর থেকে মধুপুর উপজেলার সাথে সংযুক্ত হয়। অবহেলিত ধনবাড়ি এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষে পুর্ণাঙ্গ উপজেলা করার দাবি তুলে ধরেন। যার ফলে বর্তমানে ধনবাড়ি পূর্ণাঙ্গ উপজেলা স্থাপিত হয়েছে।

তিনি অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পেশাজীবী ও সামাজিক সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত। ১৯৯৬-৯৭ সালে তিনি বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ড. রাজ্জাক অ্যামেরিকান সোসাইটি অভ্ অ্যাগ্রোনমি, ক্রপ সাইন্স সোসাইটি অভ্ অ্যামেরিকা, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর দা অ্যাডভান্সমেন্ট অভ্ সাইন্স (বি.এ.এ.এস), বাংলাদেশ এগ্রোনমি সোসাইটি, বাংলাদেশ হর্টিকালচার সোসাইটি ও বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনস্ এর সদস্য।

ড. রাজ্জাক ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং ৬ জানুয়ারি তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান।

ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক শিরীন আখতার বানু'র সঙ্গে পরিণয় সত্রে আবদ্ধ হন। মিসেস শিরীণ আখতার বানু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্সসহ মাস্টার্স লাভ করে বর্তমানে আবুজর গিফারী কলেজে সহকারী অধ্যাপক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত। ড. রাজ্জাক দু'ছেলে রেজোয়ান শাহরিয়ার সুমিত ও রেজোয়ান শাহনেওয়াজ সুজিত এবং কন্যা রোজেন এর গর্বিত জনক।

-----------০-------------